দৈনিক ইনকিলাব

MAR. 19 2002

সন্তানহারা স্বজনদের হাহাকারে এখনো বাতাস ভারী

ছনটেক মাদ্রাসার অনেক ছাত্রী এখনো নিখোঁজ

তৌহিদুল ইসলাম ॥ সন্তানহারা স্বজনদের হাহাকার এখনো বাতাসে মিলিয়ে যায়নি। মমতাময়ী মায়েদের ক্রন্দন এখনো আবেগাপ্লুত করে তোলে মানুষকে। মা এখনো খুঁজে ফিরে তার সন্তানকে। ধ্বংসস্তূপের পানে নিরেট পাথরের ন্যায় চেয়ে থাকে সে। বুকে এখনো ক্ষীণ আশা। হয়তো পোড়া টিনের নীচ থেকে বেরিয়ে এসে মেয়েটি মা বলে জড়িয়ে ধরবে। কিন্তু কোথায় তার নয়নের মনি, সাত রাজার ধন। মা একে ধরে তাকে ধরে। বারবার ছুটে যায় পোড়া মাদ্রাসার সামনে। কেউ তাকে সান্ত্বনা দিতে পারে না। এরকমই এক মা আজমিরী বেগম। তার ৬ বছরের মেয়ে ফাতেমা পড়তো ছনটেক জামিয়া ইসলামিয়া আশরাফুল উলুম মহিলা মাদ্রাসা ও এতিমখানায়। মেয়েকে ৪ মাসের গর্ভে রেখে স্বামী আলী আহাম্মদ মারা যায়। ৩ মাস আগে সে মেয়েকে দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত করতে এই মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেয়। শনিবার ভোর রাতে মাদ্রাসায় আগুন লাগার খবর পেয়ে আজমিরী বেগম ছুটে আসে মাদ্রাসায়। মেয়েকে খুঁজতে সে হাসপাতাল, মর্গ থেকে শুরু করে ছনটেকের প্রতিটি বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়ে দরজা খটখটায়। সে শুনেছে অনেক মেয়ে সেই রাতে আশপাশের বাড়ীতে গিয়ে আশ্রয় নেয়। সেই থেকে তার বুকে ক্ষীণ আশা হয়তো তার মেয়ে ফাতেমা বেঁচে আছে। কোন হৃদয়বান ব্যক্তির বাড়ীতে আশ্রয় পেয়েছে। তার অটল বিশ্বাস পোড়া ৭টি লাশের ভিতরে তার মেয়ে নেই। মাদ্রাসার ছাত্রী বর্ষার বাসায়ও সে মেয়েকে খুঁজতে গিয়েছিল। ফাতেমা ও বর্ষা সেই রাতে একই মশারীর নীচে ঘুমিয়েছিল। বর্ষা জানিয়েছে, চিৎকারের শব্দে তার ঘুম ভেঙ্গে গেলে দেখতে পায় মশারির কোনায় আগুন জ্বলছে। ফাতেমাও পাশে নেই। এরপর সেই বিভীষিকাময় আগুনের ভিতরে কে কোথায় ছিটকে পড়েছে, তা কেউ বলতে পারবে না। ঘটনার পর ২ দিন অতিবাহিত হয়ে গেছে। এখনও আনেক মেয়ে নিখোঁজ রয়েছে। অনেকের আত্মীয়-স্বজন ছুটে এসেছে। তারা খুঁজছে মেয়েদের সহপাঠিদের বাসাবাড়ী ও আশপাশের এলাকায়। তবে নিখোঁজের পরিমাণ কত, তা এখনও অজ্ঞাত। নিহত ৭ জনের ৩-এর পৃঃ ৩-এর কঃ দেখুন

মোছাম্মাৎ তাছলিমা

ছনটেক মাদ্রাসার অনেক ছাত্রী এখনো নিখোঁজ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পরিচয়ও জানা যায়নি।

পুলিশের তদন্ত কোন পথে

ছনটেক মহিলা মাদ্রাসার অগ্নিকাণ্ড নিয়ে পুলিশের তদন্ত কোন পথ ধরে এগুচ্ছে তা এখনও স্পষ্ট নয়। ডেমরা থানার ওসি আবদুল হান্নান একবার বলছেন, মাদ্রাসায় আগুন দেয়া হয়েছিল কিনা তা এখনও নিশ্চিত নয়। আবার তিনিই বলছেন, তদন্তের ভিত্তিতেই ২২ জন আসামীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ডেমরা জোনের এসি শহিদুল্লাহ চৌধুরী তো কিছু বলতেই নারাজ। যেন এ ব্যাপারে কিছু বললে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে। গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে সন্নিদত্ত, মোক্তার হোসেন, মনির হোসেন ও আবু বক্কর সিদ্দিককে রিমান্ডের প্রথম দিন গতকাল অতিবাহিত হয়েছে। কিন্তু পুলিশের বক্তব্য মতে, তাদের কাছ থেকে কোন তথ্যই পাওয়া যায়নি। উল্লেখ্য, গ্রেফতারকৃত ২২ জনের মধ্যে ২১ জনই যুবলীগ ও ছাত্রলীগ নেতা। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই সোলায়মান বলেছেন, তদন্তের স্বার্থে ঢাকার বাইরে যেতে হতে পারে।

রহস্যময় মহিলা ও ভিডিও টেপ পরীক্ষার দাবী

এই প্রতিবেদক যখন মাদ্রাসার শিক্ষক মাওলানা মোকলেসুর রহমান কাছেমীর সাথে কথা বলছিলেন তখন তিনি জানান, রবিবার দুপুর ১২টার দিকে একটি বেসরকারী টেলিভিশন চ্যানেল কয়েকজন রহস্যময় মহিলার কথাবার্তা রেকর্ড করে নিয়ে যায়। কালো বোরখা পরা মহিলাগুলো গাড়ীতে করে মাদ্রাসার ধ্বংস স্তূপের কাছে আসে। টিভি ক্যামেরা আশপাশের লোক সরিয়ে দিয়ে তাদের বক্তব্য রেকর্ড করে নিয়ে দ্রুত চলে যায়। পরে মহিলাদের পরিচয় জানতে চাইলে তারা পরিচয় না দিয়ে দ্রুত গাড়ীতে উঠে যায়। গোটা বিষয়টিই উপস্থিত লোকজনের কাছে রহস্যময় মনে হয়েছে। তারা দাবী করেছেন, সেসব মহিলা কারা এবং ভিডিও টেপে কি ধারণ করা হয়েছে তা উদঘাটনের। কেননা এই অগ্নিকাণ্ড নিয়ে ভিন্ন ধারার ষড়যন্ত্রের আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

কারো কোন মাথাব্যথা নেই

সাম্প্রতিককালে দেখা গেছে, রাজশাহীর পুঠিয়ায় মহিমা ধর্ষণ ও মিরপুরে ফাহিমা ধর্ষণের ঘটনা নিয়ে দেশী-বিদেশী বিভিন্ন মিডিয়া তোলপাড় করেছে। কিন্তু ইসলামের একটি ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নাশকতামূলক অগ্নিকাণ্ডে ৭টি নিষ্পাপ মেয়ে মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনায় কারও তেমন কোন মাথাব্যথা নেই। অনেকেই মূল ইস্যু ছেড়ে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান, মাদ্রাসার জমি বৈধ না অবৈধ, অগ্নিকাণ্ডের সময় গেটে তালা ছিল কি খোলা ছিল, এটি মাদ্রাসা নয়, বন্দি শিবির ইত্যাদি বিষয় নিয়ে নাড়াচাড়া শুরু করেছেন। কেউ আবার গ্রেফতারকৃতদের পক্ষ নিয়ে রাজনৈতিক রঙ মাখাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। কিন্তু তাদের মাঝে প্রতিফলিত হচ্ছে না মানবিকতার আহবান। এ ব্যাপারে মাওলানা মোকলেসুর রহমান কাছেমী বলেন, যেখানে দেশে ক্লাব, মার্কেট ইত্যাদির নামে এত অবৈধ দখল, সেখানে একটি ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জমি নিয়ে কিছু লোকের এত মাথাব্যথা কেন?

কোথাও নেই তাসলিমা

পিতা হাজী আলী আহাম্মদ পাগলপ্রায় হয়ে ছুটছেন দিকবিদিক। কোথাও নেই তার ৬ বছরের মেয়ে মোছাম্মৎ তাসলিমা। সে ছনটেক মহিলা মাদ্রাসার ছাত্রী ছিল। শনিবার ভোরে অগ্নিকাণ্ডের পর তাকে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আশপাশের এলাকায়, সহপাঠিদের বাসায় খোঁজখবর নিয়েও তাকে পাওয়া যায়নি। এই শিশুকন্যাটি এখন কোথায় সেই ভাবনায় তার গোটা পরিবার উদ্বিগ্ন। তারা জানে না, সে এখনও বেঁচে আছে- না কি মরে গেছে। পুড়ে কয়লা হয়ে যাওয়া ৭টি লাশের ভিতরে কি তাদের মেয়ে ছিল? আল্লাহ করুক তা যেন না হয়। তাসলিমার পিতা অনুরোধ জানিয়েছেন, কেউ তার মেয়ের সন্ধান পেলে হাজী কালা মিয়া সর্দার রোড, পূর্ব জুরাইন, ফোন ঃ ৭৪১৫৫৩২, ৭৪১৬৯৮৯, মোবাইল ০১৭-৬৪৬১৭৬ নম্বরে যোগাযোগের অনুরোধ করা হয়েছে।

মামলা তুলে নেয়ার হুমকি

মাদ্রাসার শিক্ষক ও প্রিন্সিপালের জামাতা মাওলানা মোকলেসুর রহমান কাছেমী জানিয়েছেন, কয়েকটি টেলিভিশন চ্যানেলে তার সাক্ষাৎকার প্রচারিত হয়। এরপর গতকাল সোমবার সকাল থেকে টেলিফোনে তাকে হুমকি দেয়া হয় এবং মামলা তুলে নিতে বলা হয়। গতকাল সন্ধ্যা পর্যন্ত ৩ দফায় তাকে এ ধরনের হুমকি দেয়া হয়। এদিকে গতকাল সকাল থেকে মাদ্রাসার সকল পুলিশ গার্ড তুলে নেয়া হয়েছে। ফলে মাদ্রাসার শিক্ষকরা মারাত্মক নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন।